দৈনিক জনকণ্ঠ

22

তারিখ ... 07 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ...6... কলাম ...1...

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য

সরকার চলতি ১৯৯৭-৯৮ সালের শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় ছাত্রছাত্রীদের ৫০০ কোটি টাকার চাল-গম বিতরণ করবে। এ-কর্মসূচীর আওতায় এ-বছর সারা দেশে ২৩ লাখ দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর প্রায় ২২ লাখ দরিদ্র পরিবারকে মোট ৩ লাখ ৬০ হাজার টন গম ও চাল দেয়া হবে। প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ-কর্মসূচী সম্পূর্ণ সরকারী অর্থে বাস্তবায়িত হবে। এ-প্রকল্পে এবারেই প্রথমবারের মতো শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। বিষয়টি যতদূর জানা যায়, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে খাদ্য বিতরণের ব্যাপারে অভিযোগ ছিল— গ্রাম্য রাজনীতি, কোন্দল, দলাদলি, স্বজনপ্রীতি ও স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের দুর্নীতির জন্য এর বাস্তবায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। শিক্ষা কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন যে, যে-বিদ্যালয়েই এ-কর্মসূচী চালু করা হয়েছে; সেখানে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁদের মতে, শিক্ষকরা খাদ্যবিতরণে অনেক সময় ব্যয় করেন, যার ফলে, স্কুলের যে মূল লক্ষ্য,— সেই পড়ানোর কাজটায় ঘাটতি দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসে গম বা চাল পাওয়ার আশায়, পড়াশোনার ব্যাপারে তাদের মনোযোগের অভাব প্রকট। দরিদ্র পরিবার সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠায় গম বা চাল পাওয়ার আশায়, পড়াশোনার জন্য নয় বলে তাঁরা মনে করেন। অন্যদিকে, ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে শ্রেণীকক্ষে স্থান সঙ্কুলান হয়না। সব মিলিয়ে যেসব বিদ্যালয় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত, সেসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিচে নেমে গেছে।

এর ফলে আশা করা অত্যুক্তি হবে না; যেসব বিদ্যালয়ে এবার এই ব্যবস্থা চালু করা হবে, সেখানকার শিক্ষকরা অবশ্যই ছাত্রছাত্রীদের খাদ্যবিতরণের পাশাপাশি বিদ্যা অর্জনের বিষয়টার ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করবেন। কারণ, এবারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় সারাদেশের সর্বনাশা ক্ষতি হয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বন্যার্তদের রিলিফ সেন্টার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর কোন বিকল্প ছিলনা। তাছাড়া, অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল জলমগ্ন থাকায় সেখানে মোটেই লেখাপড়া হয়নি। আমাদের মতো একটা জাতির পক্ষে এক্ষতি সীমাহীন। তাই, এবারে শিক্ষকদের অনেক অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে 'মানুষ গড়ার কারিগর' হিসাবে।

এবারের এই কার্যক্রমের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। প্রাক-একনেক অনুমোদিত এই প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী প্রায় ২২ লাখ দরিদ্র পরিবারকে খাদ্য সহায়তা হিসাবে দুই লক্ষাধিক টন গম এবং এক লাখ ৬০ হাজার টন চাল দেয়া হবে। দরিদ্র পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে-পড়া (dropouts) রোধ করার জন্য ১৯৯৩-৯৪ সালে এই কর্মসূচী চালু হয়। এ ব্যাপারে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে কতিকগুলো কঠিন পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে ঃ নিম্নমানের (ডি গ্রেডভুক্ত) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত না-হওয়া পর্যন্ত খাদ্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা, কর্মসূচীভুক্ত বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে কমপক্ষে ১০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা, কোন বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর ১০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বৃত্তিপরীক্ষায় অংশগ্রহণ না-করলে এবং পর পর দু'বছর একজন ছাত্রছাত্রীও বৃত্তিলাভ করতে সক্ষম নাহলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়কে সাময়িকভাবে খাদ্যসাহায্য প্রদান বন্ধ রাখা এবং প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শ্রেণী অনুযায়ী নির্ধারিত পরীক্ষাসমূহ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ইত্যাদি। এমনকি কোন বিদ্যালয় এসব শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে উক্ত বিদ্যালয়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান স্থগিত রাখাও হবে।

এছাড়া খাদ্য সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া বিদ্যালয়ে নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না এবং অংশগ্রহণ করেও পর পর দু'বছর অকৃতকার্য হবে, পরবর্তী পরীক্ষায় কৃতকার্য না-হওয়া পর্যন্ত সেসব ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের খাদ্য সহায়তা বন্ধ করার ব্যবস্থাও এবার চালু হবে। এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। বর্তমান পদ্ধতিতে এ-কর্মসূচীর খাদ্য-উত্তোলন ও বিতরণের দায়িত্ব স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ওপরে ন্যস্ত আছে। প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকরা এই কার্যক্রমে জড়িত থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব কারণে নির্বাচিত ইউনিয়নে খাদ্য বিতরণের জন্য ডিলার নিয়োগের বিষয়টিও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পরীক্ষামূলকভাবে দেশের ছ'টি বিভাগের ছ'টি জেলায় এ বছর খাদ্যবিতরণের দায়িত্বে ডিলার নিয়োগ করা হবে। সর্বোপরি, প্রকল্পের আওতায় প্রদেয় খাদ্য সহায়তার অপচয় রোধকল্পে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ জোরদারের ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে।

আমরা আশা করব, দেশের এই চরম দুর্দিনে সকল শিক্ষক, অভিজ্ঞ অভিভাবকেরা দেশের এই সীমিত সম্পদ যথাযথভাবে ভোগ করা এবং পাশাপাশি শিক্ষাক্রম চালু রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর সেই মেরুদণ্ডই যদি ভেঙ্গে পড়ে তাহলে সে-বেদনার শেষ নেই। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ও শিক্ষার অগ্রগতির জন্য এই প্রকল্প সাফল্যমণ্ডিত হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।